# ডাকসু নির্বাচনে বাধা পেলে সব বলে দেব: ঢাবি উপাচার্য

*ঢাবি উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ*

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

প্রকাশ: ২৪ আগস্ট ২০২৫ | ০২:০৮

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে বাধা পেলে সবাইকে ডেকে সবকিছু বলে দেবেন বলে জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ। তিনি বলেছেন, এই আয়োজনে যতক্ষণ সবাই আমার হাত ধরবেন, ততক্ষণ আমি মাঠে থাকব। যেখানে আমার হাত ছেড়ে দেবেন, আমি পরিষ্কার আপনাদের ডেকে বলে দেব যে, এই জায়গাতে আমার বাধা হচ্ছে।

শনিবার সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে অনুষ্ঠিত একটি সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ সব কথা বলেন উপাচার্য। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পরে তাঁর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেও পাওয়া যায়নি।

ওই সভায় অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ বলেন, আমার কথা পরিষ্কার, সব অংশীজনের সঙ্গে ৭০টির বেশি সভা-আলোচনা করে আমরা এতটুক এগিয়েছি। সবাই যতক্ষণ আমার সঙ্গে থাকবেন, ততক্ষণ এ প্রক্রিয়া চলবে। যখন আপনি হাত ছেড়ে দেবেন, আমি সবাইকে ডেকে এনে কোন পর্যায়ে আছি সেটা আপনাদের জানিয়ে দেব।

উপাচার্য আরও বলেন, ডাকসুর আয়োজন যে কোনো বিবেচনায় চ্যালেঞ্জিং। আমরা প্রতিনিয়ত চেষ্টা করছি, সবার জন্য ভালো পরিবেশ তৈরি করে এগিয়ে যেতে। শুক্রবার রাতেও নির্বাচন কমিশন, শীর্ষ প্রশাসনসহ সবাইকে নিয়ে বসেছিলাম, হল প্রভোস্টরাও ছিলেন। সমস্যা সমাধানে প্রতিনিয়ত কাজ করছি। বড় দাগে যে উদ্বেগগুলো এসেছে সেগুলোকে আমরা এক এক করে সমাধানের চেষ্টা করছি।

তিনি বলেন, ছাত্র সংগঠনগুলো যে আচরণ করেছে তাতে আমরা আশাবাদী। অনেক রকম তাদের নিজস্ব মতভেদ, মতানৈক্য সত্ত্বেও তারা মোটা দাগে ডাকসুতে অংশ নিচ্ছে। আনন্দ ও উদ্দীপনা সাধারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, শুক্রবার নির্বাচনসংক্রান্ত বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ প্রশাসনের সঙ্গে নির্বাচন কমিশন এবং প্রাধ্যক্ষদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে কয়েকজন প্রাধ্যক্ষ নির্বাচনে সবার লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। নির্ধারিত তারিখে নির্বাচন করার ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করেন। এর আগে প্রভোস্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির বৈঠকে কমিটির আহ্বায়ক সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আল মামুন নির্বাচনের পরিবেশ নিয়ে উদ্বেগ জানান।

তবে এ বিষয়টি অস্বীকার করে আব্দুল্লাহ আল মামুন সমকালকে জানান, সভায় অনেক কথা এসেছে, তিনি একা কিছু বলেননি। নির্বাচন-সংক্রান্ত বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে কথা বলার পরামর্শ দেন এ প্রাধ্যক্ষ।

এ বিষয়ে জানতে বেশ কয়েকজন প্রভোস্টের সঙ্গে কথা বলেছে সমকাল। মাস্টার দা সূর্য সেন হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম বলেন, পরিবেশ কেমন আছে সেটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কোথাও ভালো, কোথাও সমস্যা আছে; অর্থাৎ ভালোমন্দ মিলিয়ে মতামত আসছে। সমস্যাগুলো কীভাবে কাটানো যায় সেই বিষয়ে স্যার বলেছেন। লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড রাখতে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

কবি সুফিয়া কামাল হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. সালমা নাসরীন বলেন, নানাজনের নানা মত এসেছে। কেউ ভালো, কেউ উদ্বেগ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। সাধারণত সভায় এ সব হয়ে থাকে। তবে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি।

এ বিষয়ে জানতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক জসীম উদ্দিনকে ফোন করা হলে তিনি ফোন কেটে দেন।